প্রথম আলো

তারিখ 3 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়নি সিন্ডিকেটে অবরোধ অব্যাহত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বরং শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে বাধা না দিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে 'প্রতিবাদের নাম জাহাঙ্গীরনগর'-এর ব্যানারে তিন দিন ধরে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রেখেছেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী ও শিক্ষার্থীরা। এ পরিস্থিতিতে গতকাল জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহ-উপাচার্য মো. আবুল হোসেন বলেন, তারা (শিক্ষার্থীরা) আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু কাজে বাধা দিতে পারে না। তাই এ বিষয়ে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিন্ডিকেট থেকে।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় 'প্রতিবাদের নাম জাহাঙ্গীরনগর'-এর ব্যানারের অন্যতম মুখপাত্র ও ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি নজির আমিন বলেন, 'কালও (আজ বৃহস্পতিবার) প্রশাসনিক ভবন অবরোধ থাকবে। আশা করছি সংকট সমাধানে প্রশাসনের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, তাঁরা আলোচনায় বসবেন।'

এদিকে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়েছে শিক্ষকদের একটি অংশ। গতকাল বিকেলে 'সন্ত্রাস ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষকবৃন্দ'-এর ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সংহতি প্রকাশ করেন তাঁরা। এদিকে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ গতকাল তৃতীয় দিনেও অব্যাহত ছিল।

নতুন কলাভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মির্জা তাসলিমা সুলতানা। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা অনশনে গেলে গত ১৭ জুলাই প্রশাসনের পক্ষে একজন সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ মামলা তুলে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। আশ্বস্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা অনশন প্রত্যাহার করে। কিন্তু ১০ দিন পার হলেও দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক রাইয়ান রাইন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা প্রমুখ।